উৎপাদনের উপকরণসমূহ
Factors of Production

ইউনিট ২

ভূমিকা (Introduction)

সাধারণভাবে উৎপাদন বলতে কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ কেবল প্রকৃতি প্রদত্ত দ্রব্যের রূপ বা আকার-আকৃতি ও অবস্থার পরিবর্তন করে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এই বিষয়টি অর্থনীতিতে উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হয়। উৎপাদন বলতে মূলত উপযোগ তৈরি বা উপযোগ বৃদ্ধি করাকে বুঝায়। যেমন- একটি গাছ কেটে যে কাঠ পাওয়া যায় তা দিয়ে চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি, শোফাসেটসহ বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি হচ্ছে। আবার তাঁতী তুলা দিয়ে সুতা বা বস্ত্র তৈরি করছে, পাট থেকে তৈরি হচ্ছে চট, থলে, বস্তা, কার্পেটসহ নানাধরনের সামগ্রী। এই ভাবে নতুন উপযোগ সৃষ্টিকে বলা হয় উৎপাদন। আবার শিক্ষকবৃন্দের শিক্ষাদান, উকিলের আইনগত পরামর্শ, আর্কিটেক্ট বা প্রকৌশলীর কাজ এই সবকিছুই উপযোগ সৃষ্টি করে বিধায় এসকল কার্যাবলি উৎপাদন বলে বিবেচিত হবে। তবে এই বিষয়গুলো সেবাজাত উৎপাদনের পর্যায়ে পড়বে। কিন্তু সকল প্রকার উপযোগ সৃষ্টি উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত হয় না। যেসকল কাজ অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না সেসকল কার্যাবলি উপযোগ সৃষ্টি করলেও তাকে উৎপাদন বলা যায় না। যেমন- পরিবারের সাংসারিক কাজ, সন্তান লালন-পালন প্রভৃতি। সুতরাং বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যাদি সৃষ্টি বা পারিশ্রমিকযুক্ত কার্যকলাপ সৃষ্টির মত বিষয়গুলো কেবল উৎপাদন বলে বিবেচিত হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১: উৎপাদনের উপকরণসমূহের ধারণা
পাঠ-২.২: ভূমি ও ভূমির বৈশিষ্ট্য
পাঠ-২.৩: শ্রম ও শ্রমের বৈশিষ্ট্য
পাঠ-২.৪: শ্রম বিভাগ
পাঠ-২.৫: শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ-২.৬: মূলধন ও মূলধনের বৈশিষ্ট্য
পাঠ-২.৭: মূলধন গঠনের ধারণা ও পর্যায়সমূহ
পাঠ-২.৮: সংগঠন ও সংগঠনের বৈশিষ্ট্য
পাঠ-২.৯: সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-২.১০: উৎপাদনের উপকরণগুলোর তুলনামূলক গুরুত্ব বিশ্লেষণ

পাঠ-২.১ উৎপাদনের উপকরণসমূহের ধারণা (Concept of Factors of Production)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উৎপাদনের উপকরণসমূহের সংজ্ঞা জানতে পারবেন; এবং
- উৎপাদনের মূল চারটি উপকরণ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Keywords)	ভূমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন ইত্যাদি।

উৎপাদনের উপকরণসমূহের সংজ্ঞা (Definition of Factors of Production)

উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন সবকিছুই উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। উৎপাদন বলতে কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে বুঝায়। কিন্তু বাস্তবে মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। সে শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুর আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে ব্যবহার উপযোগী পণ্যে রূপান্তর করে মাত্র। মানুষ কর্তৃক এরূপ রূপান্তরকেই উৎপাদন বলা হয়। তবে যেকোনো বস্তু আপনা-আপনি উৎপাদিত হয় না। উৎপাদন করতে হলে কতকগুলো উপকরণ বা উপাদান ব্যবহার করতে হয়। যেমন- ফসল উৎপাদিত করতে হলে কেবল ভূমি হলে চলবে না, সেখানে কৃষকের শ্রম, মূলধন ও সংগঠন লাগবে। আবার কারখানার উৎপাদন করতে হলে শুধু মেশিন (মূলধন) থাকলে চলবে না, সেখানে ভূমি, শ্রম ও সংগঠনের প্রয়োজন পড়বে। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হতে উৎপাদনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো- ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন। এদের মধ্যে কোনো কোনোটি প্রাকৃতিক এবং কোনো কোনোটি অপ্রাকৃতিক।

তাই ব্যাপকভাবে বলা যায়, যে সকল প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে পণ্য বা সেবার রূপগত ও গুণগত পরিবর্তন করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায় তাদেরকে একত্রে উৎপাদন উপকরণ বলা হয়।

নিম্নে উৎপাদনের উপকরণ সম্পর্কে সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো,

> অর্থনীতিবিদ Samuelson & Nordhaus বলেন, *"Factors of production is productive inputs, such as labor, land, and capital; the resource needed to produce goods and services."* অর্থাৎ "উৎপাদনের উপকরণ হলো উৎপাদনক্ষম ইনপুট; যেমন- শ্রম, ভূমি এবং মূলধন; পণ্য বা সেবা উৎপাদনে এগুলো প্রয়োজন।"

উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞা হতে উৎপাদনের উপকরণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণাগুলো পাওয়া যায়-

১. উৎপাদনের উপকরণ হলো উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত উপকরণ;

২. এরূপ উপকরণ প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক হতে পারে;

৩. উৎপাদনের উপাদান চারটি যথা- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন;

৪. প্রতিটি উপকরণেরই ব্যবহারিক মূল্য থাকে; এবং

৫. ভূমি ছাড়া অন্যান্য উপকরণ স্থানান্তরযোগ্য।

পরিশেষে বলা যায়, যেসকল প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে মানুষের ব্যবহার উপযোগী পণ্য বা সেবা উৎপাদন করা যায় তাদেরকে উৎপাদনের উপকরণ বলে। অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হতে উৎপাদনের উপকরণ চারটি; এগুলো হলো- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।

উৎপাদনের উপকরণসমূহ (Factors of Produdction)

উৎপাদন কাজে প্রয়োজন হয় এমন সবকিছুই উৎপাদনের উপাদান। সাধারণত চারটি উপাদানের সমন্বয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালিত হয়। যথা- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। নিম্নে এ চারটি উপাদানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো–

১. **ভূমি (Land):** ভূমি হলো সৃষ্টির আদি ও মৌলিক উপাদান। সাধারণভাবে পৃথিবীর উপরিভাগকে ভূমি বলে। কিন্তু শুধু পৃথিবীর উপরিভাগ ভূমির অর্ন্তভূক্ত নয়। সৃষ্টিকর্তা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এ পৃথিবীতে মাটি, মাটির উর্বরাশক্তি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, জলবায়ু, তাপ, পানি, বাতাস, সূর্যের আলো, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য ক্ষেত্র, নদ-নদী ইত্যাদি অকাতরে দান করেছেন। সৃষ্টিকর্তার এসকল দানই ভূমির অর্ন্তভূক্ত। অর্থাৎ মাটি, মাটির

উর্বরাশক্তি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, জলবায়ু, তাপ, পানি, বাতাস, সূর্যের আলো, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য ক্ষেত্র, নদ-নদী ইত্যাদি যা প্রকৃতি অকাতরে দান করেছে তাকে ভূমি বলে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Marshall এর মতে, *"Land means the materials and the forces which nature gives freely for man's aid in land and water, in air and light and heat."* অর্থাৎ "ভূমি বলতে ঐ সকল দ্রব্য ও শক্তিসমূহকে বুঝায় যা জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে পরিব্যাপ্ত এবং যা মানুষের সাহায্যার্থে প্রকৃতি উপহার দিয়েছে।"

২. **শ্রম (Labor):** শ্রম হলো উৎপাদনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষের শারীরিক ও মানসিক যেকোনো প্রকার পরিশ্রমই হলো শ্রম। তবে শ্রম যেধরনেরই হোক না কেন, তা অবশ্যই অর্থ উপার্জন বা লাভের উদ্দেশ্যে হতে হবে। কোনো প্রকার লাভ বা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া নিছক আনন্দ উপভোগের জন্য ব্যয়িত পরিশ্রম, শ্রম হিসেবে বিবেচিত হয় না। সুতরাং, শ্রম বলতে উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রচেষ্টাকেই বুঝায়, যা অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত।

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Marshall বলেছেন, *"Any exertion of mind or body undergone, partly or wholly with a view to securing income apart from the pleasure derived from the work is called labor."* অর্থাৎ "মানসিক অথবা শারীরিক যেকোনো প্রকার আংশিক অথবা সম্পূর্ণ পরিশ্রম যা আনন্দ ছাড়া আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় তাকে শ্রম বলে।"

৩. **মূলধন (Capital):** মূলধন উৎপাদনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাধারণভাবে অর্থকে মূলধন হিসেবে গণ্য করা হলেও মূলধনের ধারণাটি এত সংকীর্ণ নয়। ভূমি ও শ্রম ছাড়া ব্যবসায়ে নিয়োজিত সব কিছুই হলো মূলধন। উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বা উৎপাদনে সাহায্য করে এরূপ মানুষ সৃষ্ট সকল উপাদানকে মূলধন বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যেসকল দ্রব্যসামগ্রী মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত এবং যা বর্তমানে ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে অধিকতর উৎপাদনের জন্য পুনরায় উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে।

অর্থনীতিবিদ Chapman বলেছেন, *"Capital is the wealth which yields an income or aids in the production of an income."* অর্থাৎ "যে সম্পদ কোনো আয় সৃষ্টি করে অথবা উপার্জনে সহায়তা করে তাই মূলধন।"

সুতরাং, সঞ্চিত অর্থ ও সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তফলই মূলধন। মূলধন ব্যতিরেকে উৎপাদন সম্ভব নয়।

৪. **সংগঠন (Organization):** উৎপাদনের চতুর্থ উপাদানটি হলো সংগঠন। এর মাধ্যমে উৎপাদনের অন্য তিনটি উপাদানকে একত্রিত করা হয়। তাই বলা যায়, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎপাদনের উপাদানগুলোকে একত্রিত করে এদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় বিধানপূর্বক কোনো প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজই হলো সংগঠন। অর্থাৎ যিনি উৎপাদনের উপকরণগুলোকে একত্রিত করেন এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় করেন, তাকে সংগঠক বলা হয়।

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Prof. Haney বলেছেন, *"Organization is harmonious adjustment of specialised parts for the accomplishment of some common purpose or purposes."* অর্থাৎ "কতিপয় সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উৎপাদনের বিশেষায়িত উপকরণসমূহের সুষ্ঠু সমন্বয় হলো সংগঠন।"

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উৎপাদনের সকল উপাদান অথবা উপকরণ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং কোনো কিছু উৎপাদন করতে গেলে এই উপাদানগুলো খুবই জরুরী। তবে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ হতে উল্লেখিত চারটি উপাদানকে উৎপাদনের উপাদান হিসেবে গণ্য করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ হতে উৎপাদনের উপাদান ছয়টি। এগুলো হলো- শ্রম (Men or Women), মেশিন (Machine), কাঁচামাল (Materials), অর্থ (Money), পদ্ধতি (Methods), এবং বাজার (Market)। এগুলোকে সংক্ষেপে 6M's বলা হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

নিচের বাক্যগুলোর মাঝে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন।

বাক্য	সত্য/মিথ্যা
১. উৎপাদনের উপকরণ পাঁচটি।	
২. উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপাদান হলো শ্রম।	
৩. শারীরিক ও মানসিক যে কোনো প্রকারের পরিশ্রমই হলো শ্রম।	
৪. সঞ্চয়ের ফল হলো মূলধন।	
৫. সংগঠন প্রাতিষ্ঠানিক নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে।	

সারসংক্ষেপ

- যে সকল প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে পণ্য বা সেবার রূপগত ও গুণগত পরিবর্তন করে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায় তাদেরকে একত্রে উৎপাদন উপকরণ বলা হয়।
- উৎপাদনের উপাদান চারটি যথা- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।
- ভূমি হলো সৃষ্টির আদি ও মৌলিক উপাদান। মানুষের শারীরিক ও মানসিক যে কোনো প্রকার পরিশ্রমই হলো শ্রম। উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বা উৎপাদনে সাহায্য করে এরূপ মানুষ সৃষ্ট সকল উপাদানকে মূলধন বলা হয়। উৎপাদনের চতুর্থ উপাদানটি হলো সংগঠন। এর মাধ্যমে উৎপাদনের অন্য তিনটি উপাদানকে একত্রিত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি ভূমির উদাহরণ?

ক) নদী খ) সংগঠন

গ) যন্ত্রপাতি ঘ) উৎপাদক

২। উৎপাদনের উপরকণ হিসেবে সংগঠনের বৈশিষ্ট্য নিম্নের কোনটি?

ক) সঞ্চিত অর্থ খ) ভূমি ও আবহাওয়া

গ) কর্মীদের শ্রম ঘ) প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩-৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

উত্তর বঙ্গের আবহাওয়া রুক্ষ হলেও সেখানে প্রচুর পরিমাণে ভুট্টার চাষ হয়। এ বছর বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় সেখানকার চাষীরা সমিতি গঠন করে পাম্প বসিয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে জমিতে সেচ দিয়ে ভুট্টার চাষ করেছেন। এতে তাদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন ভাল হয়েছে।

৩। উত্তর বঙ্গের পরিস্থিতি উৎপাদনের কোন উপকরণের অন্তর্ভূক্ত?

ক) ভূমি খ) শ্রম

গ) মূলধন ঘ) সংগঠন

৪। চাষীরা ভূমিকে ব্যবহার করে উৎপাদনের কোন উপকরণটির মাধ্যমে ভূমি চাষ করে?

ক) মূলধন খ) সংগঠন

গ) শ্রম ঘ) ভূমি

৫। শ্রমের ধারণার সাথে জড়িত বিষয়টি হলো-

i. মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমই হলো শ্রম।

ii. শ্রমের উদ্দেশ্য অবশ্যই অর্থ উপার্জন হতে হবে।

iii. শ্রম হলো উৎপাদনের আদি ও অপরিহার্য উপাদান।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও iii খ) ii ও iii

গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.২ ভূমি ও ভূমির বৈশিষ্ট্য (Concept and Characteristics of Land)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ভূমি সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন; এবং
- ভূমির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Keywords)	উৎপাদন ব্যয়, ভূমির যোগান, গুণগত ভিন্নতা ইত্যাদি।

ভূমির ধারণা (Concept of Land)

সাধারণ অর্থে, ভূমি বলতে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ বা স্থলভাগকে বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভূমি হলো প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদ যা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন- মাটি, পানি, আলো, বাতাস, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, বনজ সম্পদ, সূর্যকিরণ ইত্যাদি। নিম্নে ভূমির সংজ্ঞা প্রদান করা হলো-

অর্থনীতিবিদ Alfred Marshall বলেন, *"Land means the materials and the forces which nature gives freely for man's aid."* অর্থাৎ, "ভূমি বলতে প্রকৃতি প্রদত্ত উপাদান ও শক্তিকে বুঝায় যা প্রকৃতি মানুষের সাহায্যের জন্য মুক্তহস্তে দান করেছে।"

অধ্যাপক David Begg এর মতে, *"Land is the factors of production, nature supplies."* অর্থাৎ "প্রকৃতি প্রদত্ত উৎপাদনের উপকরণকে ভূমি বলে।"

উপুরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ভূমির নিম্নোক্ত ধারণা পাওয়া যায়-

১. ভূমি হলো প্রকৃতির আদি ও মৌলিক উপাদান;

২. ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ;

৩. এর উৎপাদন ব্যয় নেই; এবং

৪. মানুষ ভূমি সৃষ্টি করতে পারে না।

সুতরাং যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যার বিনিময় মূল্য রয়েছে, যা মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদন ও ভোগের অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে, তাকেই ভূমি বলা হয়।

ভূমির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Land)

ভূমি হলো মানুষের জন্য প্রকৃতি প্রদত্ত বিশেষ উপহার। যা ছাড়া পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ভূমি বলতে শুধু পৃথিবীর উপরিভাগকে বোঝায় না বরং প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদ, যেমন- মাটি, পানি, আলো, বাতাস, নদ-নদী, সমুদ্র, আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদিকে বোঝায়। নিচে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো-

১. **প্রকৃতির দান (Natural Gift):** ভূমি এমন একটি উপাদান যা মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। এটি সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক মানুষের জন্য এমন একটি বিশেষ উপহার যার ওপর ভিত্তি করে আমরা বেঁচে আছি। প্রকৃতির দান বা উপহার হিসেবে এর কোনো উৎপাদন খরচ নেই। মাটির উর্বরাশক্তি, সূর্যের আলো, আবহাওয়া, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ প্রভৃতি সৃষ্টিকর্তা মানুষকে অবাধে দান করেছেন।

২. **উৎপাদন ব্যয় নেই (No Production Cost):** ভূমি প্রকৃতির এমন একটি উপাদান যা মানুষ কখনোই সৃষ্টি করতে পারেনি এবং পারা সম্ভবও না। যার ফলে এর কোনো উৎপাদন ব্যয় বা খরচ নেই।

৩. **আদিম ও অক্ষয় (Original and Indestructible):** ভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম ও অক্ষয় উপাদান। অধ্যাপক ডেভিড রিকার্ডোর মতে, "ভূমির উর্বরাশক্তি আদিম এবং অবিনশ্বর।" তিনি এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে খাজনা তত্ত্ব প্রদান করেন। কিন্তু তার এই ধারণাটি পুরোপুরি সত্যি নয়। কেননা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মতো ভূমিরও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়। যেমন- একই জমি বার বার কর্ষণের ফলে জমির উৎপাদন শক্তি হ্রাস পেতে থাকে তবে অন্যান্য উপকরণের তুলনায় ভূমি অবিনশ্বর।

৪. **গুণগত ভিন্নতা (Difference in Quality):** ভূমি প্রকৃতির দান হলেও এর গুণগত ভিন্নতা রয়েছে। যেমন- বাংলাদেশে রাজশাহীর ভূমি আম উৎপাদনের জন্য যতোটা উপযোগী, সেই তুলনায় অন্যান্য অঞ্চলের ভূমি আম উৎপাদনে ততোটা উপযোগী নয়। তাছাড়া উর্বরা শক্তির দিক থেকেও সকল ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এক রকম নয়। অবস্থানগত কারণে শিল্পাঞ্চলের ভূমি অনেকের কাছে মূল্যমানের হলেও পল্লী অঞ্চলের ভূমি আবার ততোটা মূল্যমানের নয়।

৫. **বিকল্প ব্যবহার (Alternative Use):** পৃথিবীতে প্রতি বছর জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ভূমির পরিমাণ কখনো বৃদ্ধি পাচ্ছে না। জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ভূমির বিকল্প ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন- একটি জমিতে ধান চাষ করা গেলেও প্রয়োজনের তাগিদে ঐ একই জমিতে কেউ ধান ভাঙ্গার কল (ধান থেকে চাল তৈরি করার মেশিন) স্থাপন করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, ভূমি অবিনশ্বর, যার কোনো ক্ষয় নাই অর্থাৎ ভূমি প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ যা চিরস্থায়ী। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, ভূমির ক্ষয় পরিলক্ষিত হলেও তা কখনো ধ্বংস হয় না। এর যোগান সীমাবদ্ধ হলেও ভূমি প্রকৃতি প্রদত্ত এমন এক ধরনের সম্পদ যার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	জনাব রহিম নদী থেকে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে টাকা উর্পাজন করে। এই ধরণের উৎপাদনের মাধ্যমে "ভূমির উৎপাদন মূল্য নেই" উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যার বিনিময় মূল্য রয়েছে, যা মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদন ও ভোগের অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে, তাকে ভূমি বলা হয়।
- ভূমির বৈশিষ্ট্য হিসেবে রয়েছে প্রকৃতির দান, উৎপাদন ব্যয় নেই, আদিম ও অক্ষয়, গুণগত ভিন্নতা ও বিকল্প ব্যবহার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভূমির কোনো যোগান দাম নেই কারণ-
ক) ভূমি যোগান দেওয়া সম্ভব নয় খ) ভূমির স্থানান্তর করা সম্ভব নয়
গ) ভূমি প্রকৃতির দান এই কারণে ঘ) ভূমি পরিবর্তনশীল

২। নিচের কোন বিষয়গুলো ভূমির অন্তর্গত-
i. প্রাকৃতিক আলো
ii. মাটির উপরিভাগ
iii. খনিজ সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও iii খ) ii ও iii
গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

৩। ভূমি কি?

ক) পৃথিবীর উপরিভাগ
খ) প্রকৃতির সকল দানকে
গ) মাটির সকল স্তর
ঘ) শুধু উৎপাদনে নিয়োজিত জমি

৪। সূর্যের আলোকে কেন ভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়?

ক) সূর্য প্রকৃতির অবাধ দান
খ) সূর্য সকল শক্তির উৎস
গ) এটি ছাড়া জীবন বিপন্ন
ঘ) ভূমি ও সূর্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত

৫। ভূমির উদাহরণ নিচের কোনটি?

ক) শ্রম
খ) কলকারখানা
গ) যন্ত্রপাতি
ঘ) বৃষ্টিপাত

পাঠ-২.৩ শ্রম ও শ্রমের বৈশিষ্ট্য (Concept and Characteristics of Labor)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শ্রমের সংজ্ঞা জানতে পারবেন; এবং
- শ্রমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Keywords)	শ্রমিক, দর কষাকষি, যোগান বিধি, শ্রমের যোগান, মানবিক উপাদান ইত্যাদি।

শ্রমের সংজ্ঞা (Definition of Labor)

সাধারণ অর্থে, শ্রম বলতে মানুষের কায়িক পরিশ্রমকে বুঝায়। কিন্তু শ্রম শব্দটির বিশেষ ও ব্যাপক অর্থ রয়েছে। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক কাজ ও সেবাকর্ম এবং যার বিনিময়ে পরিশ্রমিক পাওয়া যায়, তাকে শ্রম বলে। একজন কৃষক, শিল্প-শ্রমিক বা রিকশা চালকের শারীরিক পরিশ্রম যেমন শ্রম, তেমনি একজন শিক্ষকের শিক্ষাদান বা ডাক্তারের পরামর্শ তার বুদ্ধিজাত শ্রম। বস্তুত মানুষ পরিশ্রমের বিনিময়ে যা কিছু অর্জন করে তাকে শ্রম বলে।

শ্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Labor)

শ্রম উৎপাদনের একটি আদি ও মৌলিক উপাদান। উৎপাদনের উপাদান হিসেবে শ্রমের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচে বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলঃ-

১. **শ্রম গতিশীল (Labor is Movable):** শ্রমের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি অন্যান্য উৎপাদনের তুলনায় গতিশীল। ভূমির কোনো ভৌগোলিক গতিশীলতা নেই, মূলধনের গতিশীলতাও কম। কিন্তু শ্রম অত্যন্ত গতিশীল। কারণ, শ্রমিক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক পেশা থেকে অন্য পেশায় চলে যেতে পারে।

২. **শ্রম ক্ষনস্থায়ী (Labor is Temporary):** শ্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি ক্ষনস্থায়ী এবং এর সঞ্চয় সম্ভব নয়। অন্যান্য উপাদান যেমন- ভূমি বা মূলধন কিছুকাল ব্যবহার না করলেও তা ধ্বংস হয়ে যায় না, কিন্তু শ্রম উৎপাদন কাজে ব্যবহার না করলে নষ্ট হয়ে যায়।

৩. **জীবন্ত উপাদান (Living Element):** শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি ভূমি ও মূলধনের মত প্রাণহীন একটি জড় পদার্থ নয়। শ্রম শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক শক্তি, একটি জীবন্ত উপাদান। পারিশ্রমিকের জন্য শ্রমিক পরিশ্রম দিলেও তার অনুভূতি সত্ত্বা থাকে। শ্রমিকের জীবদ্দশায় তার শ্রম জীবন্ত ও কর্মময় থাকে।

৪. **শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ (Labor and Laborer are Inseperable Part):** শ্রমের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, শ্রমিক ও শ্রম অবিচ্ছেদ। ভূমি ও ভূমির মালিক, মূলধন ও মূলধনের মালিক এক নয়, এরা স্বতন্ত্র। কিন্তু শ্রমিক থেকে শ্রমকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

৫. **দর কষাকষির ক্ষমতা কম (Less Bargaining Power):** উদ্বৃত্ত শ্রমিকের দেশে বিশেষ করে শ্রমের ক্ষনস্থায়ী চরিত্রের কারণে দর কষাকষিতে শ্রমিকদের অবস্থান সুবিধাজনক নয়। এজন্য স্বল্প মজুরীতে অনেক শ্রমিক কাজ করেন। উন্নত দেশগুলোতে শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিয়ে মালিকদের সাথে দর কষাকষি সুযোগ রয়েছে; কিন্তু অনুন্নত দেশে সে সুযোগ নেই। অবশ্য শ্রমিকগণ ট্রেড-ইউনিয়নের মাধ্যমে মালিক পক্ষের সাথে দর কষাকষি করতে পারে।

৬. **শ্রমিকের উপস্থিতি (Personal Presence of Laborer):** জমিতে ফসল ফলাতে জমির মালিকের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কিন্তু উৎপাদনের সময় শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য। স্বশরীরে উপস্থিত থেকে তাকে শ্রমের যোগান দিতে হয়।

৭. **শ্রমের যোগান পরিবর্তনশীল (Supply of Labor is Changable):** শ্রমের যোগান চাইলেই চাহিদা অনুযায়ী বাড়ানো যায় না। এটা নির্ভর করে জন্ম-মৃত্যু হার, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা প্রভৃতির উপর। আবার, শ্রমিকরা সহজে কাজ ছাড়তে পারে না বলে যোগান কমতেও সময় লাগে।

৮. **শ্রমের যোগান বিধি (Law of Labor Supply):** সাধারণত পণ্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে, আর দাম কমলে যোগান কমে। শ্রমের ক্ষেত্রে এর উল্টোটা ঘটে। মজুরী বাড়লেও শ্রমের যোগান বাড়ে না।

৯. **মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য নয় (Non-Transferable Ownership):** উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে ভূমি ও মূলধনের মালিকানা স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা যায়। শ্রমকে শ্রমিক হতে আলাদা করা যায় না, কাজেই শ্রম হস্তান্তরের কোনো সুযোগ নেই।

১০. **মানবিক উপাদান (Human Elements):** শ্রমের উৎস হল মানুষ। শ্রমকে শারীরিক, মানসিক, জীবন্ত ও সক্রিয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই শ্রম মানবিক উপাদান।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমের যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আপনার নজরে এসেছে তা চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- শ্রম হলো উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক কাজ ও সেবাকর্ম এবং যার বিনিময়ে পারিশ্রমিক পাওয়া যায়।
- শ্রমের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শ্রম গতিশীল, শ্রম ক্ষনস্থায়ী, জীবন্ত উপাদান, শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ, দর কষাকষির ক্ষমতা কম, শ্রমিকের উপস্থিতি, শ্রমের যোগান পরিবর্তনশীল, যোগান বিধি, মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য নয়, মানবিক উপাদান অন্তর্গত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শ্রমের বৈশিষ্ট্য নিচের কোনটি?
ক) প্রকৃতির মৌলিক দান খ) সমন্বিত প্রচেষ্টা
গ) মানবিক উপাদান ঘ) সঞ্চয়ের ফল

২। যেখানে শ্রমের প্রয়োজন হয় সেখানে শ্রমিককে বিদ্যমান থাকতে হয়, কারণ-
ক) শ্রমকে সংরক্ষণ করা যায় না খ) শ্রমিক ও শ্রম অবিচ্ছিন্ন অংশ
গ) শ্রমের দর কষাকষির ক্ষমতা কম ঘ) শ্রম সর্বাপেক্ষা ধ্বংসশীল উপাদান

৩। শ্রমের ক্ষেত্রে মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান-
ক) বাড়ে খ) কোনো পরিবর্তন হয় না
গ) বাড়ে না ঘ) কমে

৪। শ্রমের সাথে নিচের কোন বিষয়টি জড়িত?

i. মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমই হলো শ্রম
ii. শ্রম হস্তান্তর করা যায়
iii. শ্রমের যোগান পরিবর্তনশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও iii খ) i ও iii
গ) ii ও ii ঘ) i, ii ও iii

৫। _____ গতিশীলতা উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের চেয়ে বেশি।

ক) ভূমি খ) শ্রম
গ) মূলধন ঘ) সংগঠন

পাঠ-২.৪ শ্রম বিভাগ (Division of Labor)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শ্রম বিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Keywords)	পেশাগত শ্রম বিভাগ, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াগত শ্রম বিভাগ, অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়াগত শ্রম বিভাগ, আঞ্চলিক শ্রম বিভাগ ইত্যাদি।

শ্রম বিভাগ (Division of Labor)

শ্রম বিভাগ বলতে বিশেষজ্ঞতা অর্জন ও সহযোগিতাকে বুঝায়। কোনো পণ্যের উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে শ্রমিকের যোগ্যতা, সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে কাজ বন্টন করে দেয়াকে শ্রম বিভাগ বলে। শ্রম বিভাগের আওতা বা পরিধি কিরূপ হবে তা অনেকটা বাজারের পরিধির উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে এ্যাডাম স্মিথ বলেছেন, *"The division of labor limits by the extent of the market"*[1], অর্থাৎ "শ্রম বিভাগ বাজারের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে"। শ্রমবিভাগের মাধ্যমে শ্রমিকের দক্ষতা ও নৈপুণ্যতা বৃদ্ধি পায়, সম্পদ ও সময়ের সদ্ব্যবহার করা যায় এবং শ্রমের গতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, শ্রম বিভাগের ফলে সৃজনশীলতা হ্রাস পায়, শ্রেণি বৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং বিশেষজ্ঞ কর্মীদের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শ্রম বিভাগ সম্পর্কে বলা যায় যে, শ্রম বিভাগ হলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত সকল কাজকে সমজাতীয়তার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা।

বিভিন্ন মাত্রা ও পরিধি বিশ্লেষণে শ্রম বিভাগকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যা নিচে চিত্রে উপস্থাপন করে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

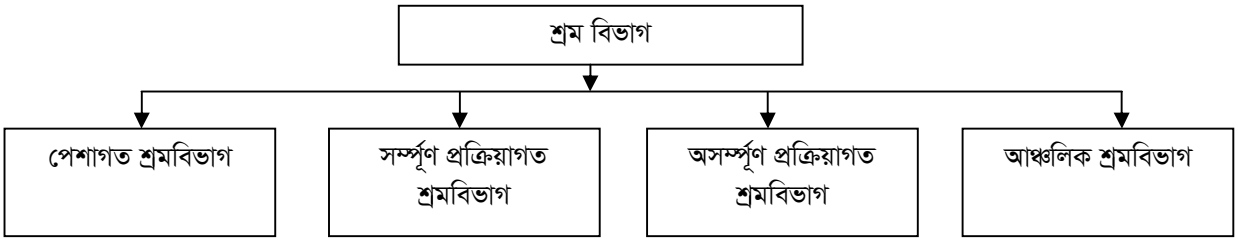

চিত্র ২.১: শ্রম বিভাগের প্রকারভেদ

১. **পেশাগত শ্রম বিভাগ (Professional Division of Labor):** সমাজের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। একজন শ্রমিক যখন একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায় থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের কার্য নিজে সম্পাদন করে তাকে পেশাগত বা সরল শ্রমবিভাগ বলে। যেমন- কৃষকের কৃষি কাজ বা তাঁতীর কাপড় বুনন, দর্জির কাপড় সেলাই, স্বর্ণকারের অলঙ্কার, কৃষকের কৃষি কাজ ইত্যাদি পেশাগত শ্রম বিভাগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

২. **সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াগত শ্রম বিভাগ (Complete Process of Division of Labor):** এরূপ শ্রমবিভাগের ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রণালিকে কয়েকটি স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তরে ভাগ করা যায় এবং এক স্তরের উৎপাদিত দ্রব্য অন্য স্তরে

[1] Smith, A., 1976, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Oxford: Oxford University Press.

কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কাপড় উৎপাদনকে তিনটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ায় ভাগ করা যায়। যথা- কেউ তুলা উৎপাদন, কেউ তুলা হতে সুতা তৈরি করে, কেউ সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করে। এখানে তুলা সুতার কাঁচামাল এবং সুতা কাপড় তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৩. **অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়াগত শ্রম বিভাগ (Incomplete Process of Division of Labor):** যখন উৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিয়াকে সুক্ষ্ম, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ ও নির্ভরশীল স্তরে বিভক্ত করে প্রত্যেক স্তরেই কার্য সম্পাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাকে অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়াগত শ্রমবিভাগ বলে। যেমন- গাড়ি, টেলিভিশন, ঘড়ি ইত্যাদি উৎপাদনের কাজকে বহু সংখ্যক অসম্পূর্ণ স্তরে ভাগ করা হয়।

৪. **আঞ্চলিক শ্রম বিভাগ (Geographical Division of Labor):** ভৌগোলিক কারণে পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চল বা এলাকা কোনো কোনো দ্রব্য উৎপাদনে অধিক সুবিধা ভোগ করে। তখন সে অঞ্চলের শ্রমিকরা ঐ দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ পারদর্শিতা বা দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। যার ফলে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের উদ্ভব ঘটে। যেমন- বাংলাদেশের পাট উৎপাদন, আমেরিকার গম, ব্রাজিল কফি উৎপাদনে আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের বিশেষত্ব রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রম বিভাগকে সাধারণত উপরে উল্লেখিত চার ভাগে ভাগ করা যায়। তবে শ্রমবিভাগের মাত্রা কিরূপ হবে তা মূলত নির্ভর করে বাজারের আয়তন বা পরিধির উপর। এর আয়তন ও পরিধি ক্ষেত্র বিশেষ ছোট বড় হতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**

নিচের উৎপাদন কাজগুলো কোন ধরণের শ্রম বিভাগের অন্তর্গত:

উৎপাদন কাজ	শ্রম বিভাগ (পেশাগত/ সম্পূর্ণ/ অসম্পূর্ণ/ আঞ্চলিক)
১। প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানের বই প্রকাশনা	
২। চীনে চাল উৎপাদন	
৩। উকিলের পরামর্শ প্রদান	
৪। মোবাইল ফোন প্রস্তুতকরণ	

সারসংক্ষেপ

- শ্রম বিভাগের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞতা অর্জন ও সহযোগিতা অর্জন করা যায়। শ্রম বিভাগ হলো কোনো পন্যের উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে শ্রমিকের যোগ্যতা, সামর্থ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে কাজ বন্টন করাকে বুঝায়।
- সাধারণত শ্রম বিভাগকে পেশাগত, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াগত, অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়াগত এবং আঞ্চলিক শ্রম বিভাগ এই চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আঞ্চলিক শ্রম বিভাগ কেন করা হয়?
ক) শ্রমিকের পারদর্শিতার কারণে
খ) উৎপাদন প্রণালিকে সহজ করার জন্য
গ) শ্রমের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য
ঘ) শ্রমিকের সহযোগিতার জন্য

২। কোনটি শ্রম বিভাগের প্রকারভেদের অংশ নয়?
ক) সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াগত শ্রম বিভাগ
খ) আঞ্চলিক শ্রম বিভাগ
গ) পেশাগত শ্রম বিভাগ
ঘ) মাত্রাগত শ্রম বিভাগ

৩। শ্রম বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হলো-

i. বিশেষজ্ঞতা অর্জন
ii. পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি
iii. মুনাফা অর্জন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও iii খ) ii ও iii
গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

৪। যখন কোনো শ্রমিক একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায় থেকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের কার্য নিজেই সম্পাদন করে তাকে কোন শ্রমবিভাগ বলে?

ক) পেশাগত শ্রম বিভাগ খ) আঞ্চলিক শ্রম বিভাগ
গ) সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াগত শ্রম বিভাগ ঘ) মাত্রাগত শ্রম বিভাগ

৫। শ্রম বিভাগকে কয়টি ভাগে করা যায়?

ক) ২ টি খ) ৩ টি
গ) ৪ টি ঘ) ৫ টি

পাঠ-২.৫ শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Division of Labor)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শ্রম বিভাগের সুবিধা সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- শ্রম বিভাগের অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Keywords)	উৎপাদন পদ্ধতি, কর্মসংস্থান, জীবন যাত্রার মান, শ্রমের গতিশীলতা, জাতীয় আয়, কর্মহীনতা, শ্রেণী বৈষম্য ইত্যাদি।

শ্রম বিভাগের সুবিধা (Advantages of Division of Labor)

আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প কারখানাগুলোতে যে বিপুল পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে এর প্রধান কারণ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম বিভাগের প্রবর্তন। শ্রম বিভাগের ফলে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ বন্টন করা যায়। নিম্নে শ্রম বিভাগের সুবিধা আলোচনা করা হল-

১. **উৎপাদন বৃদ্ধি (Increase in Production):** শ্রম বিভাগের ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যোগ্যতার ভিত্তিতে দায়িত্ব বন্টন হয় বিধায় মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

২. **উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন (Creation in Production Process):** শ্রম বিভাগের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উন্নতি ঘটে। শ্রমিকগণ দীর্ঘদিন একই কাজ করার ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করে উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারে।

৩. **কর্ম সংস্থান সৃষ্টি (Creation of Employment Opportunity):** শ্রম বিভাগের ফলে উৎপাদন পদ্ধতিকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি পর্যায়ে নতুন লোক নিয়োগ করতে হয়। এতে একজনের পরিবর্তে অনেকের চাকরির সংস্থান হয় এবং বেকার সমস্যা দূর হয়।

৪. **জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন (Improvement in Strandard of Living):** শ্রম বিভাগ শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে শ্রমিক শ্রম বিক্রয় করে বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারে। এটি শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে।

৫. **শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি (Increase in Labor Mobility):** শিল্প-কারখানার শ্রম বিভাগের প্রবর্তন করা হলে উৎপাদন পদ্ধতিকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করতে হয়। এতে এক শিল্পের কোনো না কোনো স্তরের সঙ্গে অন্য শিল্পের কোনো না কোনো স্তরের মিল থাকতে পারে। ফলে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে শ্রমের গতিশীলতা বাড়ে।

৬. **জাতীয় আয় বৃদ্ধি (Increase in National Income):** শ্রম বিভাগ প্রবর্তনের ফলে শ্রমিকের মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন বাড়ে। সে কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

৭. **সঠিক স্থানে সঠিক লোক (Right People in Right Place):** শ্রম বিভাগে দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে কাজ বন্টন করা হয়। এক এক ব্যক্তি এক এক ধরনের কার্য সম্পাদনে পারদর্শী হয়। তাই শ্রম বিভাগের মাধ্যমে যে শ্রমিক যে কাজের জন্য যোগ্য, তাকে সেই কাজে নিয়োগ দেওয়া হয়।

৮. **বৃহদায়তন উৎপাদন সুবিধা (Advantages in Large Scale Production):** শ্রম বিভাগের ফলে আধুনিক অর্থনীতিতে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে একক প্রতি উৎপাদন খরচ হ্রাস পাওয়ায় ভোক্তারা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে উন্নতমানের পণ্য ভোগ করার সুবিধা পাচ্ছে।

৯. **উন্নত পণ্য উৎপাদন (High Quality Production):** শ্রমিক তার পছন্দ ও যোগ্যতা অনুসারে কাজের সুযোগ পায় বলে সে উন্নত মানের পণ্য তৈরী করতে পারে।

১০. **উত্তম প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র (Excellent Area of Training):** একই শ্রমিক যদি একই কাজ বার বার সম্পাদন করে তবে প্রথম প্রথম ভুল ভ্রান্তি হলেও অতি সহজেই তা সংশোধন করতে পারে। ফলে দ্রুততার সাথে সঠিক কাজটি সম্পাদনে সক্ষম হয়। তাই দেখা যায়, শ্রম বিভাগ শ্রমিকের প্রশিক্ষণের উত্তম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়।

সুতরাং শ্রম বিভাগ সম্পর্কে বলা যায় যে, বর্তমান সময়ে উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রম বিভাগকে গুরুত্বের সাথে দেখছে কারণ শ্রম বিভাগের ফলে শ্রমিকের জীবন যাত্রার উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের অর্থনীতিতেও অবদান রাখছে।

শ্রম বিভাগের অসুবিধা (Disadvantages of Division of Labor)

শ্রম বিভাগের ফলে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করে আবার এই শ্রম বিভাগের কারণে প্রতিষ্ঠানকে বেশ কিছু অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো

১. **মালিক-শ্রমিক বিরোধ (Conflict Between Owner and Labor):** শ্রমবিভাগ একই শিল্প কারখানার বা অফিসের শ্রমিকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ও উপদলে বিভক্ত করে। শ্রমবিভাগের ফলে মালিক এবং শ্রমিকের বিরোধের ক্ষেত্র বাড়ে। কেননা, বৃহদায়তন উৎপাদন পদ্ধতির ফলে শ্রমিক এবং মালিকের সঙ্গে সুষ্ঠু যোগাযোগের অভাবে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

২. **অধিক নির্ভরশীলতা (More Dependency):** ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ফলে একটি দেশ এর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য অনেক সময় অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বিদেশের উপর এরূপ নির্ভরশীলতা অনেক সময় জাতীয় জীবনে দুর্যোগ বয়ে আনে।

৩. **অতি উৎপাদন (Excess Production):** শ্রমবিভাগ উৎপাদনের পরিমান অত্যাধিক বৃদ্ধি করে বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

৪. **কর্মহীনতার সম্ভাবনা (Possibility of Unemployment):** এ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক কেবল বিশেষ একটি কাজ করতে শেখে। ফলে কোনো কারণে সে চাকুরি হারালে অনুরূপ কাজের সন্ধান না পেলে সে বেকার হয়ে পড়ে, জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়।

৫. **কাজের এক ঘেঁয়ামি (Boredom at Work):** শ্রমবিভাগ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। শ্রমবিভাগের ফলে একই কাজ বার বার করতে হয় বলে শ্রমিক কাজের বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলে। বৈচিত্র্যহীন কাজে শ্রমিক একঘেঁয়ে হয়ে পড়ে। এতে শ্রমিকের বুদ্ধিমত্তা, কর্মউদ্দীপনা, ব্যক্তি সত্ত্বা ইত্যাদি লোপ পায়।

৬. **সৃষ্টির আনন্দ হতে বঞ্চিত (Deprived from the Pleasure of Creation):** কোনো কিছু সৃষ্টির মধ্যে যে আনন্দ শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক সে আনন্দ হতে বঞ্চিত হয়। প্রত্যেক শ্রমিক কাজের নির্দিষ্ট অংশ সম্পাদন করে। ফলে পুরো প্রক্রিয়া বা পণ্য তৈরীর আনন্দ সে পায় না।

৭. **দক্ষতা হ্রাস (Reducing Work Efficiency):** এক্ষেত্রে শ্রমিক শুধু একটি নির্দিষ্ট অংশ সম্পাদন করে বলে পুরো কাজের দক্ষতা অর্জিত হয় না। যেমন- যে শ্রমিক চেয়ার রং করে, সে শুধু চেয়ার রং করতে জানে; সে জানে না কিভাবে পুরো চেয়ার বানাতে হয়। এতে পুরো কাজের দক্ষতা বাড়ে না।

৮. **শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি (Creation of Class Discrimination):** নির্দিষ্ট কাজে দক্ষ হওয়ার কারণে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীর শ্রমিক নিজ স্বার্থ রক্ষায় তীব্র প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়।

৯. **সৃজনশীলতা হ্রাস (Reduction of Creativity):** শ্রম বিভাগের কারণে শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট গন্ডি বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজে অভ্যস্ত থাকে। যেহেতু শ্রমিক এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কাজের বাইরে চিন্তা করার সুযোগ পায় না তাই শ্রমিকের সৃজনশীলতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে।

১০. **দায়িত্ববোধ লোপ (Reducing Responsibilities):** শ্রম বিভাগে দেখা যায় যে শ্রমিক শুধু তার নির্দিষ্ট কাজের জন্য জবাবদিহি করে। তাই নির্দিষ্ট কাজের বাইরে শ্রমিক জবাবদিহি করতে চায় না বা দায়িত্ব পালন করে না ফলে শ্রমিকের দায়িত্ববোধ লোপ পায়।

শ্রম বিভাগে উপরোক্ত অসুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও এর মাধ্যমে শ্রমিক, উৎপাদনকারী, ভোক্তা, সমাজ ও অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখছে। তাই আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আলম ইয়ার্ন ফ্যাক্টরি একটি সুতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। এখানে ১০০ জন শ্রমিক তাদের কাজের পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন কাজ করে; যেমন- তুলা প্রস্তুতকরণ, তুলার বাছাই, সুতা রং, সুতা প্রস্তুত ইত্যাদি। এই শ্রম বিভাগের ফলে আলম ইয়ার্ন কি কি সুবিধা ভোগ করে? তালিকা করুন।

সারসংক্ষেপ

- শ্রম বিভাগের কারণে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন,কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, সঠিক স্থানে সঠিক লোক, বৃহদায়তন উৎপাদন সুবিধা, উন্নত পণ্য উৎপাদন, উত্তম প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র ইত্যাদি।
- শ্রম বিভাগের কারণে প্রতিষ্ঠান নানা রকম সমস্যা মোকাবেলা করে; সেগুলো হলো- মালিক-শ্রমিক বিরোধ,অধিক নির্ভরশীলতা, অতি উৎপাদন, কর্মহীনতার সম্ভাবনা, কাজের এক ঘেঁয়ামি, সৃষ্টির আনন্দ হতে বঞ্চিত, দক্ষতা হ্রাস, শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি, সৃজনশীলতা হ্রাস, দায়িত্ববোধ লোপ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রতিষ্ঠানে শ্রম বিভাগ করা হয় নিম্নোক্ত কোন কারণে?
ক) কর্মীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধির
খ) শ্রমিকদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির
গ) শ্রেণি বৈষম্য হ্রাসের
ঘ) বাজারজাতকরণ সমস্যা দূর করার

২। নিচের কোনটি শ্রম বিভাগের সুবিধা?
ক) অতি উৎপাদন
খ) অধিক নির্ভরশীলতা
গ) শ্রমিকের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন
ঘ) শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি

৩। নিচের কোনটি শ্রম বিভাগের অসুবিধা?
ক) কর্মহীনতার সম্ভাবনা
খ) জাতীয় আয় বৃদ্ধি
গ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি
ঘ) বৃহদায়তন উৎপাদন সুবিধা

৪। শ্রেণী বৈষম্য হবার কারণ কোনটি?
ক) উত্তম প্রশিক্ষণ
খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি
গ) অধিক নির্ভরশীলতা
ঘ) দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের দক্ষতার পার্থক্য

৫। শ্রম বিভাগের কারণ শ্রমিক দীর্ঘদিন একই পদ্ধতিতে কাজ করে; এর ফলে
i. উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন হয়
ii. কাজের একঘেঁয়ামি হয়
iii. মালিক-শ্রমিক বিরোধ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও iii
খ) ii ও iii
গ) i ও ii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৬ মূলধন ও মূলধনের বৈশিষ্ট্য (Concept and Characteristics of Capital)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মূলধনের ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- মূলধনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Keywords)	মূলধন, সঞ্চয়, উৎপাদন ব্যয়, নিষ্ক্রিয় উপাদান ইত্যাদি।

মূলধনের ধারণা (Concept of Capital)

সাধারণত মূলধন বলতে টাকা পয়সা বা অর্থ বুঝায়। অর্থনীতিতে মূলধন আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে মূলধন হচ্ছে মানুষের সম্পদের যে অংশ যা বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতে পুনরায় সম্পদ বা আয় সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হয়। মূলধন হচ্ছে যা মানুষের শ্রম দ্বারা অর্জিত এবং পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন- নগদ টাকা, দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, যানবাহন প্রভৃতি। বিভিন্ন লেখক মূলধন সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো-

এ প্রসঙ্গে John B. Taylor বলেন, *"Capital is the factories, improvements to cultivated land, machinery and other tools, equipment and structures used to produce goods and services."* অর্থাৎ "মূলধন হচ্ছে পণ্য ও সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত কারখানা, চাষাবাদের জমির উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য হাতিয়ার, যন্ত্রাংশ ও কাঠামো।"

Chapmann বলেন, *"Capital is wealth which yields an income or aids in the production of an income."* অর্থাৎ "যে সম্পদ কোনো আয় সৃষ্টি করে অথবা উপার্জনে সহায়তা করে তাই মূলধন"।

উপরিউক্ত আলোচনায় মূলধনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যথা-

১. মূলধন মানুষের মেধা ও শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট;
২. এটি পুনরায় উৎপাদন বা আয় সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়;
৩. মূলধন সঞ্চয়ের ফল;
৪. মূলধনের উৎপাদন খরচ আছে;
৫. উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় কিন্তু প্রকৃতির দান, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন মূলধন হিসেবে গণ্য হবে না (যেমন- জমি, খনি, বন, নদী ইত্যাদি);
৬. উৎপাদিত দ্রব্য যা বর্তমানে ভোগে ব্যবহৃত হয় তা মূলধন নয় (নিজের বা পরিবারের জন্য জমি, গাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি)।

পরিশেষে বলা যায়, মূলধন হচ্ছে মেধা ও শ্রম দ্বারা উপার্জিত সম্পদের সে অংশ, যা ভবিষ্যতে উৎপাদন কাজে বা আয় সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। একারণে মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' বলা হয়।

মূলধনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Capital)

উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মূলধন। এর কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে মূলধনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো-

১. **মূলধন উৎপাদনশীল (Capital is Produced by Labor):** মূলধন উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের সাথে মূলধন নিয়োগ করলে উৎপাদনের হার বেড়ে যায়। যেমন- একজন শ্রমিক হাতে যে কাজ করতে পারে, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে পারে। তাই বলা যায় মূলধন উৎপাদনশীল।

২. **মূলধন শ্রম দ্বারা সৃষ্ট (Capital is Produced by Labor):** মূলধন মানুষের অতীত শ্রমের ফসল। মূলধন প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণ নয়। মানুষ শ্রম দ্বারা যা সৃষ্টি করে তা সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধনে পরিণত হয়।

৩. **উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান (Produced Element of Production):** মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। এটি ভূমি ও শ্রমের মত কোনো মৌলিক উপাদান নয়। একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উৎপাদিত হয়ে এটি অন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪. **মূলধন সঞ্চয় হতে সৃষ্ট (Capital is Created by Savings):** মানুষ তার আয়ের পুরোটা বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। সেই সঞ্চয় উৎপাদন কাজে মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই মূলধনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সঞ্চয় হতে সৃষ্ট।

৫. **মূলধন অস্থায়ী (Capital is Temporary):** মূলধন ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়। যেমন- যন্ত্রপাতি, দালান-কোঠা, কলকজা প্রভৃতি। এজন্য মাঝে মাঝে পুরনো বাদ দিয়ে নতুন সংস্থাপন করতে হয়।

৬. **উৎপাদন ব্যয় (Production Cost):** মূলধন যেহেতু প্রকৃতি প্রদত্ত নয়, তাই এর উৎপাদন ব্যয় আছে। মূলধন উৎপাদনে শ্রমসহ অন্যান্য ব্যয় রয়েছে।

৭. **ভবিষ্যত আয়ের উৎস (Source of Future Income):** মূলধন ভবিষ্যতে আয় সৃষ্টি করে। যেমন- একটি বিল্ডিং বা মেশিন থেকে বহুদিন পর্যন্ত আয় পাওয়া যায়। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হলেই আয় সৃষ্টি হয়।

৮. **মূলধন সমজাতীয় নয় (Capital is not Homogeneous):** সকল মূলধন একই গুণ ও মান সম্পন্ন হয় না। যেমন- কলকজা, যন্ত্রপাতি, দালান প্রভৃতির মধ্যে গুণ, মান ও উপাদানগত পার্থক্য রয়েছে।

৯. **নিষ্ক্রিয় উপাদান (Inactive Factor):** মূলধন আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান। শ্রমের সহযোগিতা ছাড়া এটি নিজে নিজে উৎপাদন করতে পারে না।

১০. **উৎপাদন বৃদ্ধি করে (Increasing Production):** মূলধন উৎপাদন বৃদ্ধি করে। যেমন- যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রভৃতি ব্যবহার করে উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়। এতে প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ থেকে খুব সহজেই মূলধনকে পৃথক করা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

নিচের কোন বিষয়গুলো মূলধনের অন্তর্গত টিক (√) চিহ্ন দিন।

বিষয়সমূহ	টিক চিহ্ন (√)
১। ব্যবসায়ে নিয়োজিত আসবাবপত্র	
২। শ্রমিকের অর্জিত সঞ্চিত অর্থ	
৩। নিজস্ব বাড়ি	
৪। খনির খনিজ দ্রব্য	
৫। মজুদকৃত কাঁচামাল	

সারসংক্ষেপ

- মূলধন বলতে নগদ অর্থ সহ দালান-কোঠা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, যানবাহন প্রভৃতিকে বোঝানো হয় যা মানুষের শ্রম দ্বারা অর্জিত এবং পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়।
- উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে মূলধনের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- মূলধন উৎপাদনশীল, মূলধন শ্রম দ্বারা সৃষ্ট, উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান, মূলধন সঞ্চয় হতে সৃষ্ট, মূলধন অস্থায়ী, উৎপাদন ব্যয়, ভবিষ্যত আয়ের উৎস, মূলধন সমজাতীয় নয়, নিষ্ক্রিয় উপাদান, মূলধন উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কারখানার যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কোন উপকরণের অন্তর্গত?

ক) ভূমি খ) মূলধন

গ) শ্রম ঘ) সংগঠন

২। মূলধনের ক্ষেত্রে নিচের কোন বৈশিষ্ট্যটি সঠিক?

ক) মূলধন শ্রম দ্বারা সৃষ্টি খ) মূলধনের কোনো উৎপাদন ব্যয় নেই

গ) মূলধন প্রকৃতি প্রদত্ত ঘ) মূলধন স্থায়ী

৩। মূলধনকে কেন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান বলা হয়? কারণ-

ক) মূলধন মৌলিক উপাদান নয় খ) মূলধন অস্থায়ী

গ) মূলধন সঞ্চয় সৃষ্টি করে ঘ) মূলধন নিষ্ক্রিয় উপাদান

৪। মূলধন হলো-

i. মানুষের মেধা ও শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট

ii. ভবিষ্যতে সম্পদ বা আয় সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হয়

iii. উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে একমাত্র মৌলিক উপাদান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও iii খ) i ও ii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৭ মূলধন গঠনের ধারণা ও এর পর্যায়সমূহ (Concept and Phases of Capital Formation):

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মূলধন গঠনের ধারণা সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং
- মূলধন গঠনের পর্যায় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Keywords)	মোট উৎপাদন, ভোগ, আয়, সঞ্চয়, সঞ্চয় সংগ্রহ, বিনিয়োগ ইত্যাদি।

মূলধন গঠনের ধারণা (Concept of Capital Formation)

মূলধন হচ্ছে মানুষের আয় বা সম্পদের সে অংশ, যা মানুষ বর্তমানে ভোগ না করে পুনরায় সম্পদ বা আয় সৃষ্টিতে ব্যবহার করে। মূলধন গঠন হচ্ছে মূলধন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া মাত্র। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো দেশ তার মূলধন সম্পদের যে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তাকে মূলধন গঠন বলা হয়।

অধ্যাপক Benham বলেন, *"The amount which a community adds to its capital during a period is known as capital formulation during that period"* অর্থাৎ "কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি সমাজ তার মূলধনের যে বৃদ্ধিসাধন করতে পারে তাকে উক্ত সময়ের মূলধন গঠন বলে।"

অর্থনীতিবিদ Rangnar Nurkse এর মতে, *"The meaning of capital formation is that society does not apply the whole of its productive activity to the needs and desires of immediate consumption but directs a part of it to the making of capital goods, tools and instruments, machines and transport facilities, plant and equipment – all the various forms of real capital that can so greatly increase the efficiency of productive effort"*[2] অর্থাৎ ,"কোনো সমাজ তার বর্তমান উৎপাদনশীল ক্ষমতার পুরোটা বর্তমান প্রয়োজন ও ভোগের জন্য ব্যবহার না করে ঐ ক্ষমতার একটি অংশ বিভিন্ন প্রকারের মূলধন সামগ্রী- মূলধন পণ্য, যন্ত্রপাতি, মেশিন ও পরিবহন ব্যবস্থা, স্থাপনা ও সরঞ্জামাদির উৎপাদনের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করলে তাকে মূলধন গঠন বলা হয়।"

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে মূলধন গঠনের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য বলা যায়,

১. মূলধন গঠন শুরু হয় সঞ্চয় হতে;

২. মূলধন গঠন করার জন্য সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগ করতে হয়;

৩. মূলধন গঠনের শর্ত হলো, বিনিয়োগের মাধ্যমে সঞ্চয় পুঁজি দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়;

৪. মূলধন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মূলধন গঠন বলা হয়।

মূলধন গঠন মূলত সঞ্চয়ের তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হলো সঞ্চয়ের সামর্থ্য, সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং বিনিয়োগ সুযোগ-সুবিধা। কোনো দেশের মূলধন গঠন বাধাগ্রস্থ হতে পারে মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, দূরদৃষ্টির অভাব, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি, নিরাপত্তার অভাব, সঞ্চয় সংগ্রহে অসুবিধা, দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব ইত্যাদি কারণে।

[2] Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford University Press, 1961

মূলধন গঠনের সূত্রটি হলো:

মূলধন গঠন = মোট উৎপাদন - ভোগ

Capital formation = Total Production - Consumption

ধরা যাক, ২০১৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত দেশের মোট মূলধন ছিল ৮৫,০০০ কোটি টাকা। ২০১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত দেশের মোট মূলধনের মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় ১,০০,০০০ কোটি টাকায়। এক্ষেত্রে বার্ষিক মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫০০০ কোটি টাকা। মূলধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত সময়ের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি এবং অবচয়ের পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকা, সুতরাং উক্ত সময়ের মধ্যে ঐ দেশের প্রকৃত মূলধন বৃদ্ধি পায় (১৫০০০ - ৫০০০) = ১০,০০০ কোটি টাকা।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অর্থের সঞ্চয়, সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ এবং তার বিনিয়োগ করা হয় তাকে মূলধন গঠন বলা হয়।

মূলধন গঠনের পর্যায় (Phases of Capital Formation)

জনাব তারিকুল ইসলাম একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। তার দুই ছেলে এবং একটি মেয়েসহ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। তিনি যা টাকা বেতন পান তা তিন ছেলে মেয়ের পড়াশুনার এবং সংসারের ব্যয় নির্বাহ করে যা অবশিষ্ট থাকে তা ব্যাংকে জমা করেন। এভাবে ব্যাংক হাজারও মানুষের সঞ্চয়ের টাকা জমা রাখে। আর সংগৃহীত টাকা ব্যাংক নিজের কাছে না রেখে পুনরায় উৎপাদনের জন্য কোথাও বিনিয়োগ করে থাকে। যা মূলধনের গতিশীলতা আনায়নে সহায়তা করে। জনাব তারিকুল ইসলামের আয়; ব্যাংকে সঞ্চয় করা; ব্যাংক কর্তৃক তা সংগ্রহ এবং সর্বোপরি বিনিয়োগের মাধ্যমে সঞ্চয়ের গতিশীলতা আনায়নের ধারাবাহিক কার্য প্রক্রিয়াই হলো মূলধন গঠন চক্র বা মূলধন গঠনের বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ যা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

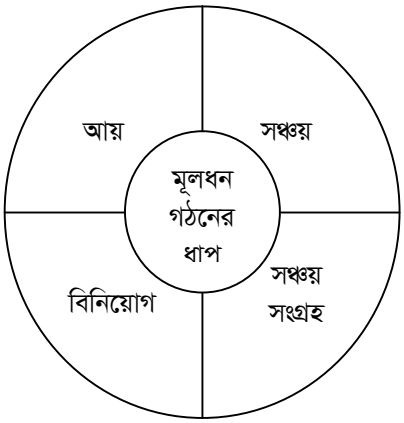

চিত্র ২.২: মূলধন গঠনের ধাপ বা পর্যায়

চিত্রে উল্লেখিত মূলধন গঠনের বিভিন্ন ধাপ বা স্তরগুলো সর্ম্পকে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১. **আয় (Income):** মূলধন গঠনের প্রথম ধাপ হলো আয়। যে দেশের মানুষের আয় যত বেশি সে দেশের মানুষের মূলধন গঠনের সম্ভাবনা তত বেশি। তাই আয় ছাড়া মূলধন গঠনের চিন্তা করা অসম্ভব।

২. **সঞ্চয় (Savings):** সঞ্চয় হলো মূলধন গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়, বর্তমান আয়ের সবটুকু ভোগের জন্য ব্যয় না করে যে অংশটুকু ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া হয় তাকে সঞ্চয় বলে। অর্থাৎ আয়ের তুলনায় ব্যয় কম হলে সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়।

৩. **সঞ্চয় সংগ্রহ (Collection of Savings):** ব্যাংক, বিমা কোম্পানী ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিমাকৃত অর্থ সঞ্চয় হিসাবে গ্রহণ করে এবং তা থেকে মানুষকে ঋণ প্রদান করে। সুতরাং মূলধন সংগ্রহ ও ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **বিনিয়োগ (Investment):** সমগ্র সংগৃহীত সঞ্চয় বা ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করা হলে তবেই মূলধন গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, একটি দেশের অর্থনীতির জন্য মূলধন খুব জরুরী উপাদান। তবে মূলধন গঠন একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়। মূলধন গঠনের এ প্রক্রিয়ার ধাপগুলো হলো- আয়, সঞ্চয়, সঞ্চয় সংগ্রহ এবং বিনিয়োগ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	একজন ভ্রাম্যমান সবজি ব্যবসায়ী শহরে প্রতিদিন সবজি বিক্রি করে অল্প অল্প করে টাকা সঞ্চয় করে বাজারে একটি সবজির দোকান দিয়েছেন। বর্তমানে নিজের দোকানে সবজি বিক্রি করে আয় বেড়েছে। ভবিষ্যতে তার দোকান আরও বড় করার কথা ভাবছেন। ভ্রাম্যমান সবজি ব্যবসায়ী কিভাবে মূলধন গঠন করেছেন?

সারসংক্ষেপ

- মানুষের আয় বা সম্পদের অংশ হলো মূলধন। মূলধন বর্তমানে ভোগ না করে পুনরায় সম্পদ বা আয় সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হয়। আর মূলধন গঠন হচ্ছে মূলধন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া মাত্র।
- মূলধন যে পর্যায় বা ধাপগুলোর মাধ্যমে গঠন করা হয় তা হলো আয়, সঞ্চয়, সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মূলধন গঠনের সর্বপ্রথম ধাপ কোনটি?
ক) আয় খ) সঞ্চয় সংগ্রহ
গ) সঞ্চয় ঘ) বিনিয়োগ

২। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো দেশ তার মূলধন সম্পদের যতটুকু বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, তাকে _____ বলে।
ক) বিনিয়োগ খ) মূলধন
গ) মূলধন গঠন ঘ) সঞ্চয়

৩। কোনো দেশের _____ বেশি হলে, সে দেশের মূলধন গঠনের সম্ভাবনা বেশি থাকে।
ক) সঞ্চয় খ) আয়
গ) মূলধন ঘ) বিনিয়োগ

৪। মূলধন গঠন নির্ভর করে-
i. সঞ্চয়ের উপর
ii. শ্রমের উপর
iii. বিনিয়োগের উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও iii খ) ii ও iii
গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

৫। নিচের কোনটি মূলধন গঠনে সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে?
ক) ব্যক্তিগত সমস্যা খ) অবকাঠামোগত সমস্যা
গ) শ্রমের অবমূল্যায়ন ঘ) দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব

পাঠ-২.৮ সংগঠন ও সংগঠনের বৈশিষ্ট্য (Concept and Characteristics of Organization)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সংগঠন কি তা জানতে পারবেন; এবং
- সংগঠনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Keywords)	শ্রম বিভাগ, আদেশের ঐক্য, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর ইত্যাদি।

সংগঠনের ধারণা (Concept of Organization)

উৎপাদনের চতুর্থ এবং শেষ উপাদান হচ্ছে সংগঠন। সংগঠন উৎপাদনের উপাদান যথা- ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে সংগ্রহ করে সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে। সংগঠন উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের সংযোগ ও সমন্বয় করে। এটি উৎপাদনের ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং তার জন্য মুনাফা ভোগ করে। সাধারণ অর্থে সংগঠন হলো একদল জনসমষ্টি, যারা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একসাথে কাজ করে। ব্যাপক অর্থে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উৎপাদনের উপকরণসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন)কে একত্রিত করে, উপকরণসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় সাধন করে কোনো প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকে সংগঠন বলে।

বিভিন্ন লেখক সংগঠনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো-

এ প্রসঙ্গে John B. Taylor বলেন, *"Organization is a human structure, such as a family, firm, government or college, through which people may exchange goods and services."* অর্থাৎ, "সংগঠন হচ্ছে মানবিক কাঠামো, যেমন- পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সরকার বা কলেজ যার মাধ্যমে মানুষ পণ্য ও সেবা বিনিময় করতে পারে।"

Prof. Haney বলেন, *"Organization is harmonious adjustment of specialised parts for the accomplishment of some common purpose or purposes."* অর্থাৎ, "কতিপয় সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উৎপাদনের বিশেষায়িত উপকরণসমূহের সুষ্ঠু সমণ্বয় হলো সংগঠন।"

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়,

১. সংগঠনের মাধ্যমে একদল ব্যক্তি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে;

২. সংগঠন সকল উপাদানকে একত্রিকরণ করে;

৩. সংগঠন কার্যক্রম পরিচালনা করে;

৪. এটি নির্দেশনা ও সমন্বয় সাধনের কাজ করে;

৫. সংগঠন ঝুঁকি বহন ও মুনাফা ভোগ করে।

পরিশেষে বলা যায়, সংগঠন হলো উৎপাদনের একটি উপাদান, যা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে একত্রিত, সমন্বয় ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা দল গঠন, পরিচালনা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করে এবং এজন্য মুনাফা ভোগ করে।

সংগঠনের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Organization)

প্রতিষ্ঠানের উদ্দ্যেশাবলি অর্জনের জন্য বিশেষায়িত উপাদানসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু সম্বন্বয়সাধন করাকে সংগঠন বলে। সংগঠনের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. **উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক (Objective Oriented):** সংগঠনের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন হওয়া বাঞ্চনীয়। তা না হলে মানব সম্পদ ও অন্যান্য উপাদানসমূহ কার্যকরীভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হবে না।

২. **সমন্বিত প্রচেষ্টা (Co-ordinate Effort):** সংগঠনের উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে যখন বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পাদিত ব্যক্তিগত ও দলগত কাজের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হবে।

৩. **শ্রম বিভাগ (Division of Labor):** সংগঠনের কর্মীরা যে কাজে বেশি দক্ষ বা আগ্রহী তাকে সে কাজ দিতে হবে। এতে কর্মীরা কাজের ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং সংগঠন আরও বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৪. **কাজের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Work):** একটি ভাল সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পাদিত কার্যসমূহ সুশৃংখলভাবে বিন্যস্ত থাকে।

৫. **দায়িত্ব ও ক্ষমতা বন্টন (Distribution of Responsibility and Power):** একটি সংগঠনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতার সুষ্ঠু বন্টন থাকা আবশ্যক। তা না হলে তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অবকাশ থেকে যায়।

৬. **সম্পর্কের উন্নয়ন (Relationship Development):** ভাল সংগঠন নির্বাহী ও কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করায় তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টির কোনো অবকাশ থাকে না। ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

৭. **আদেশের ঐক্য (Unity of Command):** একজন কর্মী কেবল একজন নির্বাহীর অধীনে কাজ করবে ও আদেশ পালন করবে। প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম শৃংখলা বজায় রাখার জন্য এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮. **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Controlling System):** পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে কাজগুলো সঠিক ভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তার জন্য সংগঠনের মধ্যে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে।

৯. **কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর (Optimum Span of Supervision):** একজন নির্বাহীর অধীনে কর্মীসংখ্যা তার তত্ত্বাবধানের পরিসর অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। নতুবা তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এটি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

১০. **পরিবর্তনশীলতা (Flexibility):** পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে সংগঠন কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার সুযোগ থাকতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, একটি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা প্রয়োজন, তা না হলে তাকে ভাল ও কার্যকর সংগঠন বলা যাবে না।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	সংগঠনের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আপনার পরিচিত কোনো সংগঠনকে সনাক্ত করুন।

সারসংক্ষেপ

- সংগঠন হলো কোনো প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজের সমষ্টি যা কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একত্রিত করে ও সামঞ্চস্যপূর্ণ সমন্বয় সাধন করে।
- সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক, সমন্বিত প্রচেষ্টা, শ্রম বিভাগ, কাজের শ্রেণিবিন্যাস, দায়িত্ব ও ক্ষমতা বন্টন, সম্পর্কের উন্নয়ন, আদেশের ঐক্য, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর, পরিবর্তনশীলতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংগঠনের উদ্দেশ্য কিরূপ থাকে?

ক) এককেন্দ্রিক খ) দুই বা তার বেশি

গ) যত বেশি থাকবে তত ভালো ঘ) যত কম থাকবে তত ভালো

২। কোনটি সংগঠনের কাজের অন্তর্গত নয়?

ক) উপকরণ একত্রিকরণ খ) নিয়ন্ত্রণ

গ) সমন্বয় সাধন ঘ) দর কষাকষি

৩। প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপকরণ সংগ্রহ, সামঞ্জস্যতা বিধান, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কাজকে কি বলে?

ক) সমন্বয় সাধন খ) সংগঠন

গ) প্রতিষ্ঠান ঘ) শ্রম বিভাগ

৪। নির্বাহীর তত্ত্বধানের পরিসর অনুযায়ী তার কর্মী সংখ্যা নির্ধারণকে কি বলা হয়?

ক) কাম্য তত্ত্বধান পরিসর খ) নিয়ন্ত্রণ

গ) সংগঠন ঘ) কাজের শ্রেনিবিন্যাস

৫। সংগঠনের বৈশিষ্ট্য-

i. কাম্য তত্ত্বাবধান পরিসর

ii. দায়িত্ব ও ক্ষমতা বন্টন

iii. উৎপাদন বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও iii খ) ii ও iii

গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৯ সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Organization)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Keywords)	একমালিকানা সংগঠন, অংশদারি সংগঠন, যৌথমূলধনী কোম্পানি, সমবায় সমিতি, ব্যবসায় জোট, রাষ্ট্রীয় সংগঠন, যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদি।

সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Organization)

মানব সভ্যতার বিকাশের শুরুর দিকে সংগঠককে উৎপাদানের আলাদা উপাদান হিসেবে মনে করা হত না। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে উৎপাদনের অন্যতম উপাদান হিসেবে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেকারণে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সংগঠন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূলত সংগঠনের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য অর্জন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পাদন করে। তবে মালিকানা, আয়তন, পরিচালনা প্রভৃতির ভিত্তিতে সংগঠনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। নিম্নে সংগঠনের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা হলো:

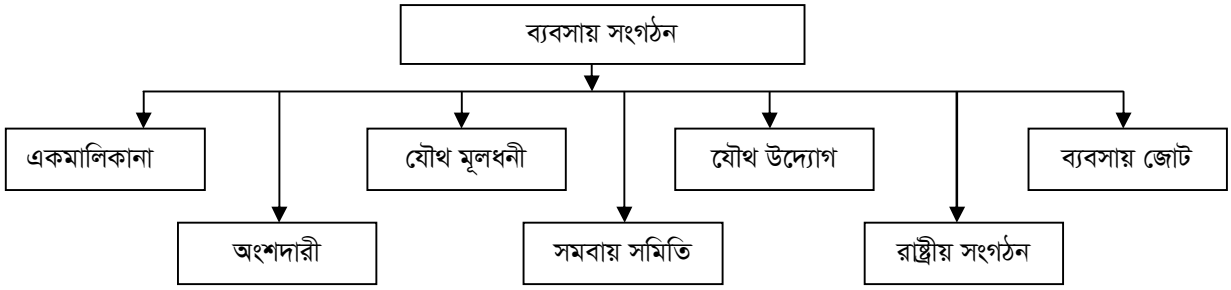

চিত্র ২.৩ : সংগঠনের প্রকারভেদ

১. **একমালিকানা সংগঠন (Sole Proprietorship Organization):** যে ব্যবসায় সংগঠনে একজন মাত্র মালিক থাকে এবং তিনি নিজে ব্যবসা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন কার্যে তাকে একমালিকানা সংগঠন বলে। এক্ষেত্রে মালিক নিজেই নীতি নির্ধারণ করে ও লাভ-লোকসান ভোগ করে। B.O. Wheeler এর মতে, *"The sole proprietorship is that form of business ownership which is owned and controlled by a single individual."* অর্থাৎ, একক ব্যক্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবসায়ই হলো একমালিকানা ব্যবসায়। এটি সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় সংগঠন। এক মালিকানা সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সহজ গঠন, ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান, একক মুনাফা ভোগ,গোপনীয়তা রক্ষা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি। তবে এর কিছু অসুবিধাও দেখা যায়। যেমন- একক ঝুঁকি, অসীম দায়, স্বল্প মূলধন, ক্ষুদ্রায়তন প্রভৃতি।

২. **অংশীদারি সংগঠন (Partnership Organization):** দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তখন তাকে অংশীদারি সংগঠন বলে। বাংলাদেশে ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন প্রচলিত। অংশীদারি ব্যবসায় দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা-

ক. সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়: এখানে সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২জন এবং সর্বোচ্চ ২০জন।

খ. ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়: এখানে সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২জন এবং সর্বোচ্চ ১০জন।

অংশীদারি সংগঠনে অংশীদারদের সম্পর্ক চুক্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অংশীদারি সংগঠনে কিছু সুবিধা বিদ্যমান যেমন- মূলধনের পরিমাণ বেশী, আইনগত সুবিধা পাওয়া যায় ও ঝুঁকি বন্টন করা যায় প্রভৃতি। এ ধরনের সংগঠনের কিছু অসুবিধাও রয়েছে যেমন- কৃত্রিম ব্যক্তিসত্ত্বার অভাব, সীমাহীন দায় ইত্যাদি। ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে, *"Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all"* অর্থাৎ, সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে বন্টনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ককে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।

৩. **যৌথমূলধনী কোম্পানি (Joint Stock Company):** যৌথ মূলধনী কোম্পানি ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয়। এটি আইন সৃষ্ট, কৃত্রিম ব্যক্তি-সত্ত্বার অধিকারী, চিরন্তন, অস্তিত্ববিশিষ্ট সংগঠন। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২-১(ঘ) ধারায় বলা হয়েছে, *"Company means a company formed and registered under this act, or any existing company."* অর্থাৎ, কোম্পানি বলতে এ আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি বা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বুঝায়। কিছু বিশেষ সুবিধার কারণে যৌথ মূলধনী কোম্পানি খুবই জনপ্রিয়। যেমন- পর্যাপ্ত মূলধন, সীমিত দায়, চিরন্তন অস্তিত্ব, গণতন্ত্র, শেয়ার হস্তান্তরযোগ্যতা, প্রভৃতি। এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে যেমন-জটিল গঠন প্রণালী, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব, গোপনীয়তার অভাব, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, আইনি জটিলতা প্রভৃতি। যৌথ মূলধনী ব্যবসায় দুইটি ভাগে বিভক্ত, যথা-

   ক) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি: যে যৌথ মূলধনী কোম্পানীর সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন দুই জন এবং সর্বোচ্চ পঞ্চাশ জন, এবং যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে।

   খ) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি: যে যৌথ মূলধনী কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন সাত জন এবং সর্বোচ্চ শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তর যোগ্য তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে।

৪. **সমবায় সমিতি (Co-operative Society):** সমতার ভিত্তিতে একই শ্রেণিভুক্ত মানুষ সমবায় আইন অনুযায়ী যে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে সমবায় সমিতি বলে। বাংলাদেশে ২০০১ সালের সমবায় আইনের ২(২০) ধারায় বলা হয়েছে, *" Co-operative society means a society registered and recognized as registered under this law"* অর্থাৎ, সমবায় সমিতি অর্থ অত্র আইনের অধীনে নিবন্ধিত এবং নিবন্ধিত বলে গণ্য কোনো সমবায় সমিতি। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সদস্যদের মর্যাদা বৃদ্ধি, বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা, মধ্যস্থকারীদের উচ্ছেদ, সীমিত দায়, ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রীকরণ ইত্যাদি এ সংগঠনের সুবিধা। আইনের জটিলতা, মূলধনের সীমাবদ্ধতা, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির অসুবিধা।

৫. **ব্যবসায় জোট (Business Alliance):** যখন পৃথক কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় একত্রিত হয়ে একই ব্যবস্থাপনার অধীনে ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করে তাকে ব্যবসায়ী জোট বলে। সাধারণত প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এ ধরনের জোটবদ্ধ হয়ে থাকে। যেমন- বিশ্ববিখ্যাত দুইটি প্রতিষ্ঠান সনি (Sony) ও এরিকসন (Ericson) একসাথে ব্যবসায় জোটের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করে।

৬. **রাষ্ট্রীয় সংগঠন (State Organization):** রাষ্ট্র বা সরকারের উদ্যোগে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সংগঠন হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সংগঠন। সাধারণত জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই মূলত রাষ্ট্রীয় সংগঠন পরিচালিত হয়। সাধারণত বৃহদায়তন ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যেমন- ডাক বিভাগ, বিমান পরিবহন, বিদ্যুৎ, পাটকল, চিনি শিল্প, পানি সরবরাহ, গ্যাস সরবরাহ প্রভৃতি। রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন- পর্যাপ্ত মূলধন, অবকাঠামো সৃষ্টি, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, আয় বৈষম্য দূরকরণ, ঋণের উচ্চ সুযোগ, একচেটিয়া ব্যবসায় প্রভৃতি। সুবিধার পাশাপশি রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বেশ কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যথা- দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি, অপচয়, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব, উদ্যোগের অভাব, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রভৃতি।

৭. **যৌথ উদ্যোগ (Joint Venture):** যৌথ উদ্যোগ হলো দুই বা ততোধিক কোম্পানির মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি যার মাধ্যমে একটি পৃথক সত্ত্বার উদ্ভব ঘটে। এ ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে নতুন বাজার সুযোগ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ, ব্যয় ও আর্থিক ঝুঁকির ভাগাভাগি, উৎপাদনের লাভজনক মাত্রা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সুজুকি (Suzuki) কোম্পানি মারুতি (Maruti) কোম্পানি সাথে যৌথ উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পণ্য বাজারজাতকরণ করছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

বিভিন্ন ধরণের সংগঠনের একটি করে সুবিধা ও অসুবিধা লিখুন।

সংগঠন	সুবিধা	অসুবিধা
১. একমালিকানা সংগঠন		
২. অংশদারি সংগঠন		
৩. যৌথমূলধনী কোম্পানি		
৪. সমবায় সমিতি		
৫. ব্যবসায় জোট		
৬. রাষ্ট্রীয় সংগঠন		
৭. যৌথ উদ্যোগ		

সারসংক্ষেপ

- উৎপাদনের উপকরণ সংগঠনের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য অর্জন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পাদন করে। মালিকানা, আয়তন, পরিচালনা প্রভৃতির ভিত্তিতে সংগঠনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে; যথা- একমালিকানা সংগঠন, অংশীদারি সংগঠন, যৌথমূলধনী কোম্পানি, সমবায় সমিতি, ব্যবসায় জোট, রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও যৌথ উদ্যোগ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সংগঠনকে কতটি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক) ৫ টি খ) ৭ টি
গ) ৬ টি ঘ) ৮ টি

২। নিচের কোনটি সংগঠনের প্রকারভেদ নয়?
ক) মূলধন খ) একমালিকানা
গ) যৌথ মূলধনী ঘ) ব্যবসায় জোট

৩। কোন ধরণের সংগঠনের ভিত্তি হলো সমতা?
ক) একমালিকান খ) অংশীদারি
গ) যৌথ মূলধনী ঘ) সমবায় সমিতি

৪। কোন ধরণের সংগঠনের সদস্যা সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ থেকে সর্বোচ্চ ১০ জন?
ক) প্রাইভেট লিমিটেড খ) পাবলিক লিমিটেড
গ) সাধারণ অংশীদারি ঘ) ব্যাংকিং অংশীদারি

পাঠ-২.১০ উৎপাদনের উপকরণগুলোর তুলনামূলক গুরুত্ব বিশ্লেষণ (Relative Importance of Factors of Production)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উৎপাদনের উপকরণগুলোর তুলনামূলক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Keywords)	ভূমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন ইত্যাদি।

উৎপাদনের উপকরণগুলোর তুলনামূলক গুরুত্ব বিশ্লেষণ (Relative Importance of Factors of Production)

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন চারটি উপকরণের সমন্বয়ে উৎপাদনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেকটি উপাদানের প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো-

১. **ভূমির গুরুত্ব (Importance of Land):** ভূমি উৎপাদনের একমাত্র আদি ও মৌলিক উপাদান। সৃষ্টিকর্তা এ পৃথিবীতে মাটি, মাটির উর্বরাশক্তি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, জলবায়ু, তাপ, পানি, বাতাস, সূর্যের আলো, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য ক্ষেত্র, নদ-নদী ইত্যাদি দান করেছে, আর এসব উপাদানই হলো ভূমি। ভূমির উপর মূলধন ও শ্রম নিয়োগ করে উৎপাদন করতে হয়। ভূমি কৃষি পণ্য, শিল্প পণ্য, ভোগ্য পণ্য, সেবা পণ্যসহ যে কোনো ধরণের পণ্যের কাঁচামাল যোগান দেয়। মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ সকল ধরণের চাহিদা পূরণের জন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন তা সবই ভূমি থেকে আসে। একারণে ভূমিকে প্রয়োজনীয় সকল উপকরণের আধার বলা হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমির প্রকৃতি, অবস্থান, পরিমাণ ইত্যাদি ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

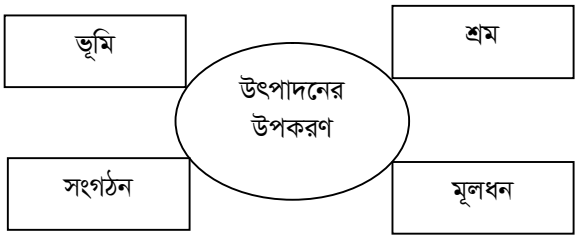

চিত্র ২. ৪ : উৎপাদনের উপকরণসমূহ

২. **শ্রমের গুরুত্ব (Importance of Labor):** শ্রম মানুষের সৃষ্ট। শ্রম বলতে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত, অর্থ উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রচেষ্টাকে বোঝায়। পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তা শ্রমের মাধ্যমেই ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায়। বর্তমান বৃহদায়তন, আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের প্রয়োজন কিছুটা কমলেও শ্রমিক ছাড়া উৎপাদন অসম্ভব। শ্রম মূলধন গঠনে ভূমিকা রাখে কারণ শ্রমের সাহায্যে শ্রমদাতা আয় উপার্জন করে এবং সেই আয় হতে সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয় তা থেকেই মূলধনের উৎপত্তি হয়। শ্রম সম্পদের সদ্ব্যবহারের সাথে সাথে জীবিকা নির্বাহ, সঞ্চয় সৃষ্টি, মূলধন গঠন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উৎপাদন বৃদ্ধি, ভোগ বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে।

৩. **মূলধনের গুরুত্ব (Importance of Capital):** উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বা উৎপাদনে সাহায্য করে এমন মানুষ সৃষ্ট সকল উপাদানই হলো মূলধন। উৎপাদনে নিয়োজিত অর্থ, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি প্রকৃতির দান নয় বরং উৎপাদিত উপাদান। অর্থ হলো শ্রমের সঞ্চিত অংশ যা ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে ভবিষ্যত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধানত মূলধন কেন্দ্রীক। বর্তমানে জমি, যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা, প্রযুক্তি

প্রভৃতির জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। শিল্পক্ষেত্রে মূলধনের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। অতএব দেখা যায় যে, মূলধন ছাড়া শুধু ভূমি ও শ্রম দ্বারা উৎপাদন সম্ভব নয়। মূলধন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে, এছাড়াও দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা, উৎপাদনের গতিশীলতা আনায়ান, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

৪. **সংগঠনের গুরুত্ব (Importance of Organization):** নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎপাদনের উপাদানগুলোকে একত্রিত করে এদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমণ্বয় বিধানপূর্বক কোনো প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজই হলো সংগঠন। ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে একত্রীকরণ ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংগঠন অপরিহার্য। আর এই সংগঠনের কাজ করেন সংগঠক। সংগঠক সকল ঝুঁকি গ্রহণ করে উৎপাদনের সকল উপকরণ একত্রিত করে এবং মেধা ও বুদ্ধি খাটিয়ে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা চালায়। বর্তমানে উৎপাদন পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেই সংগঠনের জোড়ালো ভূমিকা দেখা যায়। সংগঠন সাংগঠনিক উদ্দেশ্য অর্জনে সহযোগিতা করে; শুধু তাই নয় সংগঠন জনশক্তির যথাযথ ব্যবহার করে, বিশেষীকরণে সহায়তা করে, সহজ সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে এবং ব্যবসায়ের উন্নয়ন হয়।

সবশেষে বলা যায় যে, উৎপাদনের জন্য চারটি উপাদানই একান্ত প্রয়োজন। উৎপাদন কাজে প্রতিটি উপকরণ একে অপরের ওপর এমনভাবে নির্ভরশীল যে এর যেকোনো একটির অভাবে উৎপাদন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে চারটি উপাদানের কম বেশি প্রয়োজন হলেও সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন চারটি উপাদানের সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় সাধন করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

নিম্নের বিষয়গুলো উৎপাদনের কোন উপাদানের অর্ন্তগত, উল্লেখ করুন-

বিষয়	উপকরণের নাম
১. মেশিন	
২. সূর্যের আলো	
৩. মানসিক পরিশ্রম	
৪. স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস	
৫. সঞ্চিত অর্থ	

সারসংক্ষেপ

- উৎপাদনের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন চারটি উপকরণের প্রয়োজন হয়। কারণ এই চারটি উপাদানের মাধ্যমেই উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয়। চারটি উপাদান একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল, একটি উপাদানের অনুপস্থিতি থাকলে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন উৎপাদন কার্যভেদে চারটি উপাদানের প্রয়োজনের তারতম্য হতে পারে তাই প্রতিটি উপাদানের সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সঠিক?

ক) ভূমি ও শ্রম হলো আদি উপাদান;

খ) সংগঠন উৎপাদনের উপাদানগুলোকে বিভাজন করে;

গ) মূলধন হলো প্রকৃতির দান;

ঘ) উৎপাদনে ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

২। নিচের কোনটি সংগঠক ও শ্রমিকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে?
ক) সংগঠক শিক্ষিত হয় কিন্তু শ্রমিক শিক্ষিত নাও হতে পারে;
খ) সংগঠক ও শ্রমিক এক অপরের প্রতিপক্ষ;
গ) সংগঠক প্রতিষ্ঠানের মালিক পক্ষীয় আর শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের অধীনস্ত;
ঘ) সংগঠক ঝুঁকি নেয় কিন্তু শ্রমিক ঝুঁকি নেয় না।

৩। উৎপাদন কাজে কোন উপাদানগুলোর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি?
i. ভূমি ও শ্রম
ii. মূলধন ও সংগঠন
iii. শ্রম ও মূলধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও iii খ) ii ও iii
গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

৪। নিচের কোন কারণে মূলধন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ মূলধনের মাধ্যমে-
ক) ভূমি ও শ্রম দ্বারা উৎপাদন করা যায়;
খ) সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে;
গ) মুনাফা অর্জন করা যায়;
ঘ) বিশেষীকরণ করা যায়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন- ১

তাসনুভা কলেজে আয়োজিত বাৎসরিক মেলায় একটি খাবারের দোকান দিয়েছে। এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল মূলধন সে একাই সরবরাহ করেছে। মেলায় দোকান পরিচালনার কাজে সে কয়েকজন বান্ধবীদের সহায়তা নিয়েছে। তাদের কাজের বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক প্রদান করলেও তারা কোনো ব্যবসায়িক ঝুঁকি নেয়নি। ব্যবসায়ের যাবতীয় ঝুঁকি তাসনুভা একাই বহন করে।

(ক) উৎপাদনের উপকরণ কি?

(খ) একমালিকানা ব্যবসায় বলতে কি বোঝায়?

(গ) তাসনুভা মেলায় যে কাজটি করছে তা উৎপাদনের কোন উপকরণের অন্তর্গত- ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকে তথ্যের ভিত্তিতে তাসনুভা ও তার বান্ধবীদের কাজের মূল্যায়ন করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন- ২

উৎপাদনের উপকরণ হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। শ্রম ও মূলধন হলো মানুষের প্রচেষ্টার ফল। মানুষ ইচ্ছা করলেই তার হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু ভূমির ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় কারণ মানুষ ইচ্ছা করলেই ভূমির হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারে না। ভূমি প্রকৃতির দান যার পরিমাণ সীমিত। সেকারণে ভূমির যথেচ্ছা ব্যবহার যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। সঠিকভাবে ভূমির ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন মেটানো হয়।

(ক) ভূমি কি?

(খ) ভূমি উৎপাদনের মৌলিক উপাদান - ব্যাখ্যা করুন।

(গ) ভূমির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(ঘ) ভূমি বলতে শুধু মাটিকে বোঝায় না - বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১	ঃ ১. ক	২. ঘ	৩. ক	৪. গ	৫. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২	ঃ ১. গ	২. ঘ	৩. খ	৪. ক	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩	ঃ ১. গ	২. খ	৩. গ	৪. খ	৫. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪	ঃ ১. ক	২. ঘ	৩. গ	৪. ক	৫. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫	ঃ ১. খ	২. গ	৩. ক	৪. ঘ	৫. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬	ঃ ১. খ	২. ক	৩. ক	৪. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭	ঃ ১. ক	২. গ	৩. খ	৪. ক	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮	ঃ ১. ক	২. ঘ	৩. খ	৪. ক	৫. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৯	ঃ ১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১০	ঃ	১. ঘ	২. ঘ	৩. গ	৪. ক